'কাজী মাহবুবউল্লাহ পুরস্কার' যারা পেলেন —

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ট্রাষ্টকে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে সমকল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল রোববার সকালে স্থানীয় একটি হোটেলে বেগম জেবুন্নেছা ও কাজী মাহবুবউল্লাহ কল্যাণ ট্রাষ্টের উদ্যোগে ১৯৮০ ও ১৯৮১ সালের 'কাজী মাহবুব উল্লাহ পুরস্কার' বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন।

এধরনের পুরস্কার প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই উদ্যোগ সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুপ্রেরণা যোগাবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান কাজী মাহবুব উল্লাহ, ভাইস চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য কাজী আবু ইউসুফ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর কবির চৌধুরী, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডঃ কে,এম বদরুদ্দোজা ও সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ।

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ ট্রাষ্টের পুরস্কার বিতরণ করেন।

তিনি এদেশের ৫ কোটি নিরক্ষর জনগণের মাঝে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, তারা এগিয়ে এলে এ ক্ষেত্রে পূর্ণ সফলতা আসতে পারে। তিনি ট্রাষ্টের কর্মকর্তাদের গণশিক্ষার উপর পুরস্কার প্রবর্তনের অনুরোধ জানান। সভাপতির ভাষণে কাজী আনোয়ারুল হক সমাজ কল্যাণ কাজে অবদান রাখার জন্য দেশের সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারীদের পুরস্কার দানে ট্রাষ্টের উদ্যোগকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, সমাজ কল্যাণে সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

কাজী মাহবুবউল্লাহ

(১০ পাতার পর)

ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে ভূমিকা রাখতে হবে।

পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা

সমাজ কল্যাণমূলক কাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান রাখার জন্য ট্রাষ্টের পক্ষ থেকে পাঁচ ও দশ হাজার টাকা ও স্বর্ণপদক পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

যারা ১৯৮০ সালের জন্য ট্রাষ্টের পুরস্কার পান তারা হলেন, সাংবাদিকতায় বিশিষ্ট অবদানের জন্য প্রবীণ সাংবাদিক জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, কৃষি গবেষণায় উন্নতমানের সরিষার বীজ উদ্ভাবনের জন্য জনাব এম, এ, খালেক, (প্রকল্প পরিচালক, তেল বীজ), জনাব আশরাফুল ইসলাম (উৎপাদন বিশেষজ্ঞ), জনাব ফরিদউদ্দিন মিয়া (সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার), এবং জনাব আলী আকবর (সহকারী প্রফেসর বাংলাদেশ এগ্রিকালচারেল ইনষ্টিটিউট) এই চারজন বিজ্ঞানীর দলকে পুরস্কৃত করা হয়। সঙ্গীতে অবদান রাখার জন্য শেখ লুৎফুর রহমানকে, খেলাধুলায় আবাহনী ক্রীড়াচক্রের জনাব আশরাফকে পুরস্কৃত করা হয়।

১৯৮১ সালের পুরস্কার কৃষি গবেষণায় মাছের প্রজনন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য জনাব আতাউর রহমান, সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য বিশিষ্ট কলামনিষ্ট দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক জনাব রাহাত খানকে, চারুশিল্পে অবদানের জন্য বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জনাব আমিনুল ইসলামকে, খেলাধুলায় অবদান রাখার জন্য বেগম সুফিয়া খাতুনকে এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে পুরস্কৃত করা হয়।

খেলাধুলার জন্য ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ও স্বর্ণপদক দান ছাড়া অপরাপর পুরস্কার ছিল দশ হাজার টাকা ও স্বর্ণপদক। অনুষ্ঠান শেষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

ব্যাপক পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে

ডাক,তার,টেলিফোন, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব মইদুল ইসলাম বলেছেন যে, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকল্পে সরকার ব্যাপক পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

মন্ত্রী গতকাল রোববার জিপি ও মিলনায়তনে চাকায় কুড়িগ্রাম সমিতি আয়োজিত বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি আরো বলেন যে, এই কর্মসূচীর ফলে সেচ ব্যবস্থারও উপকার হবে। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যাবে। স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তিনি গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য কুড়িগ্রাম সমিতির সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান। খবর বাসস পরিবেশিত।